নিরস্ত্র

বীরেন শাসমল

শ্যামল এসে সক্কাল বেলা গেল, বৌদি, আজ শ্যামনগরে মিটিং আছে, মনে আছে তো? বৌদি ওরফে কমলা হাসতে হ
াসতে বলল, মনে থাকবে না আবার ! তোমাদের যা দরদের ঠ্যালা! সামলাতে হবে না -?
যেতে হবে কিন্তু।
ঠিক আছেরে বাবা। যেতে তো হবেই। তবে আমায় ভাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে তোমরা। দিনকাল ভাল না।
এ আবার কেমন কথা? আমরা আছি না।
তোমার দাদাকে বলে যাও, নাহলে উনি আবার চিন্তা করে পাগল হবেন। বৌ বলে কথা, বৌ হারানো একই কথা।
শ্যামল হাসতে হাসতে বলল, অর্জুনদা, বৌদি বিকেলে শ্যামনগরের মিটিং -এ যাবে। হরি এসে নিয়ে যাবে, আমরা দুতিনজন এসে আবার ফেরত দিয়ে যাব।
আমি কি জিনিসপত্র নাকি যে ফেরত দিয়ে যাবে? শোন, আমি একাই যেতে পারব। তোমরা বরং বাসস্টপে থেকো। ফেরার সময়টা অন্ধকার হয়ে যায়, দুজন সঙ্গে থেকে পৌঁছে দিলেই হবে। তোমাদের কাছে তো হ্যারিকেন আছে-
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।
শ্যমল চলে যেতে অর্জুন মুখিয়ে উঠলো, অত হাসবার কী আছে?
এই দেখ, মানুষ তো। হাসলে কি দোষের হয়?
মানুষ নয়, মেয়েমানুষ। ঘরের বৌ।
তোমরা পুষ মানুষ বলেই শুধু হাসবে, আমরা মেয়েরা হাসতে পারব না? কমলার কথা অর্জুন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। কথার সুরে তাচ্ছিল্য আছে কি? অর্জুনের বুকে কোথাও একটা খোঁচার মত লাগলো।
এই প্রথম তার কমলাকে অচেনা বলে মনে হল। অর্জুন নিজে কমলাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াতে পীড়াপিড়ি করছে। পা র্টি থেকে দাদারা এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ে রইল।
অগত্যা, বৌদি কইতে বলতে পারবে, শিক্ষিত, দেখতে শুনতেও বেশ, ভদ্র সভ্য, ধার আছে। কথায় চটক আছে। মেয়েদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পার্টির একটা অনুপাত বের করবে। শিকড়ে শিকড়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে মেয়েদের অর্ধেক অধিকার কায়েম করতে হবে। মেনে নিতে হবে সমাজ কাঠামোতে তার হাত লাগানোর মূল্য। মেয়েদের ধৈর্য্য আছে, কষ্ট স্ বীকার করবার ক্ষমতা আছে - ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে পরিবারের মধ্যে। নেতৃত্ব নিজে তৈরি হোক, অন্যকে তৈরি কক। মা তার নিজের পরিবারকে যদি শাসনে রাখতে পারে, ভালবাসায়, স্নেহের আঁচলে শক্ত গিঁট বাঁধতে পারবে। উনুনের ধোঁয়া, গবাছুরের মুত, ভাত শক্ড়ি কাঁটার দুনিয়া নয়- জিতে নিতে হবে অর্ধেক আকাশ। এই আকাশে অজস্র তারার ফুল ফে াটে। অজস্র তারায় মিলে এই গ্রামসমাজের আকাশের অলঙ্কার হয়ে উঠুক। পুষের হাতে হাত, পায়ে পা মিলিয়ে সে এড়িয়ে যাবে তার ঘোমটার আড়াল। তার আঁচলে চাবি থাকেঘরের। এবার বৃহৎ গ্রাম সমাজের মস্ত বড় ঘরেরও সে চাবি নিক নিজের হাতে। প্রমাণ কক, সে পুতুল নয়। তাকেযখন তখন লাথ মারা যায় না, তাড়িয়ে দেয়া যায় না, তালাক দিয়ে পর করে দেওয়াও কঠিন। নারী তার নিজের মর্যাদা ফিরে পাক।

এসব বড় বড় কথার আবেগে থরথর করে কাঁপছিল কমলা, সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সারারাত কমলার মনের ভেতর তোলপাড়। অনেক রাত অব্দিও তার ঘুম এল না। বাইরে ভেসে যাচ্ছে, নেচে যাচ্ছে চাঁদের আলোর দূতেরা। গাছে গাছে পাখিরা চুপ, ঘুমে। বাইরে উঠোন জুড়ে শুধু আঁচল ওড়ানো এক নারী বিপুল জ্যোৎস্নাকে শুষে নিয়ে আলোবতী হতে চায়। তার স্বপ্নে উজান, তার হাত দুটোয় ডানার শব্দ। সে ঘুমোতে পারে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে উঠে পড়ে। বাইরের উঠোনে হঠাৎই এই মাঝরাতে বেরিয়ে আসে সে। মনে পড়ে পার্টি নেতার বক্তৃতার টুকরোটুকরো অংশ। যে মা বৃহৎ পরিবারে স্বাস্থ্য দেখে, সন্তানের রোগ ব্যাধি নিরাময় করতে শুশ্রুষার হাত রাখে কপালে,সেই না বৃহৎ পরিবারে স্বাস্থ্যের কথাও ভাবে তার নিজের জোরে। বৃহৎ পরিবারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রাখতেএই মাতৃজাতির হাতেই পার্টি তুলে দিচ্ছে তার ন্যায্য ক্ষমতার অংশ। এবার সে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অংশীদার। তার শেকড় পুষের মতোই মাটির গভীরে। তাকে কে উৎখাত করবে? সে নিজেই পুষ্ট, বিকশিত তার আপন স্বদেশে। এতকালের পুষের শাসনদন্ডে সে শুধু মার খেয়েছে। এবার তার খে দাঁড়াবার পালা। অহল্যার পাষাণ উদ্ধারের জন্য কোনো রামচন্দ্রের প্রয়োজন নেই আর। সে নিজের হাতে তুলে নেবে সেই পাষাণের ভার।

সেদিন কমলা যেন অনুভব করছিল নিজের পায়ের ভার কমে যাচ্ছে। ঝনঝন করে খসে পড়ল আংটা। শেকল টুটে তার গতি বাড়ছে। ক্ষিপ্র হয়ে উঠছে সে। নিজের ভেতর সেই অহরহ চাকার ঘূর্ণন। জলের বয়ে যাওয়ার শব্দ। কমলার মনে ক্ষোভ ছিল। জ্বালা ছিল। নিত্যদিন নিভিয়ে দিয়েছে পুষ। হ্যাঁ পুষই তো! মীনাক্ষীর বর তাকে নেয় না। বাসন্তীর বর তাকে রোজ ঠ্যাঙায়। অনাদরে ফুটতে ফুটতে আড়ষ্ট হয়ে যায় তার মন। রাত বিরোতে শেয়াল ঘোরে পাশে। কেউ ডাকে এসো - তা, কেউ তার বিচার করে না। বিচারের নামে যা হয় তার কোনো দাম নেই, তা কিছু দিতে পারে না নারীকে। মীনাক্ষী অভিভাবকহীনা ভিখিরি মেয়ের মতো। তার যৌবন ফুটলে সুখ নেই, রাত জুড়ে মায়ের আতঙ্ক। বাপের চোখে পাহাড়, মা'র বুকে পাথর। মীনাক্ষীর বুকে পাথর। কেউ পাথর সরায়? কমলা ঘুমের ঘোরেও বলে ফেলে, আমরা কোনো রামচন্দ্র চাই না। আমরা নিজেরাই ঠেলে সরিয়ে দেবো জগদ্দল কমলা ঘরের বাইরে পা রাখে। পথে যেতে নানা পুষ। পাশে পথ হাঁটতে মন্দ লাগে না। যেন অনেক বছর পরে আবার মুক্তকিশোরী ইস্কুলে পথে বেনী দুলিয়ে হেসে কলকলিয়ে ভাঁটফুল বকুল ফুল আচার কিংবা টক কুলের নেশায়। এ পথের নেশা তাকে পেয়ে বসে। কেউ তাকে ভেতর থেকে ঠ্যালা মারে - কমলা, ক্ষমতা রাখতে জানতে হয়। কেউ তোমায় এমনি এমনি তা দেবে না, তোমাকে দিনের পর দিন তা অর্জন করে নিতে হবে। কিন্তু পথের দুপাশে আবর্জনা। তুলতে গেলে ঠোকাঠুকি। সর্ষের ভেতর ভূত বসে থাকে। তাড়াতে গেলে ঠোকাঠুকি। কমলা দ্যাখে নিজের মানুষটা তাতে। দিনকে - দিন ক্ষ, তেতে জ্বলে জ্বলে যায়। তার চোখে ভালবাসা থাকে না। মেঝে জমা হয়। সে বর্ষাকালের উনুনের মতো ভেতরে তাত নিয়ে জ্বলতে থাকে। কমলা নিজের ভেতর আগুন পোষে, দুই করতলে একটি শাসনের দণ্ড, সে দণ্ড সে হাতে তুলে নিতে চায়, আর তখনই আকাশ ভেঙে পড়ে। জ্যোৎস্নার স্ফটিক চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তারার মালায় অকাল মেঘ। মেঘে মেঘে টঙ্কার।

কমলা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে। চটপটে, বুদ্ধিমতী। হিসাবপত্তর ঝটপট বুঝে নিতে পারে। ট্রেনিং ক্লাসে উৎসাহের চোটে এটা ওটা প্রশ্ন করে ফেলে। ইন্সট্রাক্টর বলেন, ধীরে বোন, ধীরে। একটু আস্তে হাঁটবে, পা থিতু করে হাঁটবে। ভাল করে পা রাখো, শক্ত মাটি তোমার আড়াল, তোমার জীবন। এর ওপরই তুমি বাঁচবে। মাটিতে স্থিরভাবে দাঁড়াও, আরও ভরাট করো চারদিক - বুঝলে কিছু, কমরেড?

কথাটায় প্রথমে মজা পেয়েছিল সে। পরে নিজের ভেতরেই এক আশ্চর্য দুলুনি অনুভব করে। ইন্সট্রাক্টর বললেন, কমরেড মানে সাথী। পথে নামলেই পথের সাথী চাই তোমার। কেউ একা বাঁচে না। না পুষ, না নারী, তোমার স্বামীকেও সঙ্গে নিও। সে তোমার স্বামী, তাকে সখা বানিয়ে নিও। নাহলে হবে না। কিছুই করতে পারবে না।স্বামীত্বের মাটির ঢিবি ধবসিয়ে দিতে না পারলে কোনো চাষই হবে না।

সকালে ব্লক উন্নয়ন কমিটির মিটিং। বিকেলে এল. সি.'র বর্ধিত সভা। তারও কিছু কাজ থাকে, সভাঘরেরবাইরে। সন্ধে পঞ্চায়েতী রাজ ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা পরের দিন স্যানিটারী পায়খানা সংক্রান্ত আলোচনা। ব্লক আধিকারিককে তাদের সমস্যা জানানো। স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে সংস্কার। স্বাক্ষরোত্তর পর্বের কাজকর্মের উদ্বোধন। এর মধ্যে প্রধান সাহেবের সাথে একদিন

এই চেকটাতে সই করে দিন।
কেন? প্রধান সাহেব বিরক্ত চোখে তাকান।
চেকটা পেমেন্ট করা হবে ল্যাট্রিনের প্যান সাপ্লায়ারকে।
কিন্তু সেই ল্যাট্রিনের প্যান আমরা কারখানায় দেখে এসেছি। এখানে আসার আগেই সেগুলি ফাটা। বোধহয় ব্যবহাও করাও যাবে না। তার জন্য আপনি টাকা কাটুন।
কি যে বলেন! ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
ভিক্ষে বলছেন কেন?
নশো টাকার ল্যাক্টিন বসানো যায়?
তাহলে পঞ্চায়েত নিজের টাকা দিয়ে খানিকটা সাবসিডি দিয়ে কাজগুলি কক।
পঞ্চায়েতের ভাঁড়ে-মা-ভবানী।
সেকি ! এই সেদিনও তো আমি ব্যাংকের লোককে জিজ্ঞেস করেছি কত টাকা আছে!
এইজন্য বলে মেয়েমানুষ দশহাত কাপড় পরেও ন্যাংটো।
মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করবেন নাতো, টাকা কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে সেটা আমার জানা উচিত। আমি শুধু আপনাদের কথামতো সই করে দেবো এটাই বা ভাবলেন কি করে?
আরে তুমি মেয়ে, হিসাবপত্তরের জটিল অঙ্ক তুমি বুঝবে কি করে?
বুঝতে পারি কিনা দেখুন। আপনার সাথে কাজ করতে গেলে আমাকে অনেক কিছুই জেনে নিতে হবে।
বেশি জানতে চাইলে আবার...! যাকগে, জানতে যখন চাইছো, তখন... কমলা ইস্কুলের শিক্ষিকার কাছে যায়, কিছু বুঝি না, হিসাবপত্তরের ব্যাপারটা একটু শিখিয়ে দিতে হবে।
শিক্ষিকা অবাক হন। এত আগ্রহ নিয়ে শিখতে চাইছে। তিনি কমলাকে বুঝিয়ে দেন, চোখের ঠুলি সরে যায়। কমলা অন্য মহিলাদেরও শেখাতে চেষ্টা করে, বলে, এসো অন্ধকার তাড়াবার গান গাই।
কিন্তু অন্ধকার তাড়াতে গেলে অন্ধকারকে জানতে হয়। অন্ধকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হয়। প্রশিক্ষণে ক্লাসে গেলে তবু কিছু জানা হয়। না গেলে জানা হয় না। পঞ্চায়েতের হিসাব রক্ষণের আইনকানুনও জানতে হয়। এসব জানতে গেলে ঘরের ভেতরে, চার দেয়ালে হয় না। ঘরের বাইরে পা রাখতে হয়। মাছেৰ মতো মানুষের স্রোতে ঘুরতে হয়, মিছিল মিটিং-এ পা মেলাতে হয়।
অর্জুন দাঁড়িয়ে সামনে। প্রথম প্রথম দ্বিগুণ উৎসাহে যেতে দিয়েছে। তারপরেই অর্জুন কেমন যেন হয়ে যায়। তার মুখ থমথমে।
সে বলে তুমি যাবে না।
কেন?
যাবে না তো যাবে না ব্যস।
তাহলে কাজ করবো কী করে?
কাজ করতে হবে না ওসব করার জন্য অনেক ব্যাটাছেলে আছে। তুমি না গেলে কোনো কিছু আটকাবে না।
আটকাবে, ওরা কাজের নামে সরকারী টাকা নয়ছয় করছে। শ্যামনগরের বাজারের পাশে ইস্কুলের ঠিক পেছনে ভিডিও হল রেখে সেখানে নোংরা সিনেমা দেখানো হয়। এগুলি বন্ধ করতে হবে, নাহলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিকেয় উঠবে। বাচচা বাচচা মেয়েগুলোকে স্বামীর ঘরে প্রচণ্ড মারধোর করে। থামাতে হবে।
লোকের ব্যবসায় ঘা দিলে ওরা তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।
ওরা ছেড়ে কথা না বললে তোমরা আছো - তোমরা টক্কর নেবে।
তুমি ওসব ঝামেলার মধ্যে যেও না, একজন মেয়েছেলে হয়ে-
আমি বা আমার মতো মেয়েরা যদি না এগোয় তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানেরা মানুষ হবে না। মেয়েরা মায়ের জাত, তাকেই তার সন্তানের মঙ্গলের কথা ভাবতে হবে।

শোন, ভাত রান্না করে রেখেছি, তরকারী মাছের ঝাল সব তৈরী রইলো - তুমি ঠিকসময়ে খেয়ে নেবে। বিকেলে ফিরতে অ
ামার দেরি হবে।
কমলা চলে গেল। পুষের লাঠি আর মাটি। একেই বলে তো ক্ষমতা। অর্জুনের মনের ভেতরে, তার অস্তিত্বের এখানে ওখ
ানে একটা লাঠি। 'বিকেলে ফিরতে দেরি হবে' ঘুরে বেড়াতে লাগলে অর্জুনের মাথায়। তার বুকের ওপরে কেউ হাজার হ
াজার কুইন্টালের ভার চাপিয়ে দিল। মাঠে কাজ করতে গিয়ে অন্যদের কথার মধ্যে সে হুঁ বা হ্যাঁ ছাড়া কিছুই বলল না।
পরেশ বীজতলার মাটি ঝুরঝুর করছিল। হঠাৎ সে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, বৌদি কেমন আছে?
নরেন হাসতে হাসতে বলল, এখন অর্জুন হল বৌদি, বৌদি হল ব্যারিস্টার। দেখছিল না। বেচারী এখানে ঘাস তুলছে আর
গেরস্থালী দেখছে, বাচচাকে খাওয়াচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে আর দাদা গেছে পঞ্চায়েতের মিটিং-এ।
এই, উপ - প্রধান বলে কথা।
অমর একটু রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, উপ - প্রধান কি ওপরে চাপে?
অর্জুনের চোখমুখ লাল হয়ে গেল।
অমর বলল, যাই বল ভাই - মেয়েছেলে ঘরের বাহার হলে সে ঘর আর ঘর থাকে না, ধরমশালা হয়ে যায়। এই এল তো
এই গেল।
অনন্ত চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বিরক্ত হল তোরা সব চুপ করতো। তোদের যতসব পুরনো কথা। আমার ঠাকুমা ইস্কুলের
পথ মাড়ায়নি বলে আমার মেয়ে কি মাড়াচ্ছে না? জমিতে রাসায়নিক সার দিচ্ছিস, কীটনাশক মারছিস, লাঙলের বদলে
পাওয়ার টিলার চালাচ্ছিস - সব কিছু নতুন নতুন। এদিকে ঘরে বৌ পঞ্চায়েতের উপ - প্রধান হয়েছে তা নিয়ে ইলাচ ক
াটছিলস। ছ্যাঃ।
অমর একটু চুপসিয়ে গিয়ে বলল, মেয়েছেলে যখন ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে নাচবে, বুকের ওপর বসে ছড়ি ঘোরাবে তখন
বুঝবি। এতদিন তোরা ছড়ি ঘুরিয়েছিল এবার ওরা ঘোরাক।
এহ্! এলেন আমার দাতা কর্ণ। নিজের বৌ, যখন হ্যাং হ্যাং করতে করতে পর পুষের হাত ধরে মিটিনে যাবে তখন বুঝবি
কত ধানে কত চাল।
হাত ধরলে কি হয় - হাত খসে যায়।
নাহ্। অন্য কিছু খসে যায়। ও তোর মতো বোক্ - নন্দনের মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না।
অর্জুন বলল, আমার মাথা ধরেছে। আমি বাড়ি যাচ্ছি। তোরা সেরে আসিস। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।
কাচঘর যেন। আয়নার নতুন বোয়ের মুখ দেখছিল অর্জুন। শাওনের ধানগাছের মতো কমলা সবে গা ছেড়েছে। শরীরে গঁ
াটে গাঁটে জোড়ে জোড়ে পাতার পা নাড়ানাড়ি। ফসলের আগাম ইঙ্গিত। গোপন সৃষ্টির মুখে ফোঁটা ফোঁটা শিশির মেঘে
বা ঘন বর্ষার জল গায়ে মেখে কমলা তখন নিজেকে মেলে ধরছে। অর্জুন চুরি করে সবার অলক্ষ্যে আনাড়ির মতো গিয়ে
গাল টিপে দিল। কমলার মুখ রাঙা। শরমে মরে যায়। অর্জুনের আদরের ভাষা চাষাড়ে। হঠাৎই গালে দাঁত বসিয়ে দিল।
কমলা প্রচন্ড ব্যাথায় আদরে আত্রমণে একাকার। কমলার মুখ চোখ চাঁদপানা।
সেই কমলা! অর্জুন না খেয়ে শুয়ে পড়লো। তার কিছুই ভাল লাগছে না। সেই কমলার লাত চলে যাচ্ছে পরের হাতে।
শুয়ে শুয়ে উদ্ভট স্বপ্ন দেখলো, মাথা নেই, মুন্ডু নেই। কখনও দেখলো একটা পাখি, পাখির অর্দ্ধেকটা উড়েগেছে বা কেউ ক
ামড়ে খেয়ে ফেলেছে। আবার দেখলো একটা সাপ। গাছের ডাল বেয়ে চুপটি করে বসে থাকা পাখিটাকে সে উড়িয়ে দিল।
পাখিটা আকাশময় কাঁ কাঁ করে বেড়াচ্ছে। এদিকে এক ব্যাধ ধনুকে জ্যা মুক্ত করেছে, তীর ছুড়েছে।
অর্জুন হাঁ হাঁ করে উঠলো। কিন্তু তার হাত নেই, পা নেই, চলার শক্তি নেই, কোনো গতি নেই। সে কেমন অসার খে
ালসহীন সাপের মতো, নাকি সে পক্ষাঘাতগস্ত কেউ? ঘুমের ভেতর অজান্তে নিজের পা তুলল সে। অসাড়। হাত তার বশ
মানছে না।
এবার এই অচেতন অসাড় শক্তিহীন অবস্থায়ই সে দেখলো কমলা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আষাঢ় মাসের পুকুরের মতো
উছলে যাচ্ছে যেন। তার মুখ কচি ঘাসের মতো মখমল সবুজ। হাসিতে গবগব শব্দ করছে বৃষ্টি জল। কমলার ভিজে হাত
কার হাতে যেন ... কার হাতে ? কমলা হাসছে গড়াচ্ছে তারপর অন্ধকারের গুহায় কমলা হারিয়ে গেল কমলা ... আ - অ

া - কমলা যেন সেই আগের কমলা, ঘন পুষ্ট ঠোঁটে বাতাবী লেবুর কোয়া, শরীর গাঙে খুশির ঢেউ, বুকের উথালপাথালিতে অর্জুন সাতা হয়েছে বহুদিন, বহুদিন জলের গর্ভে রহস্যপাতালে অর্জুন মগ্ন হয়ে নেশাখোরের মতো ডেকে উঠেছে - কমলা - অ - আ

কমলা খিলখিলিয়ে উঠেছে ... অথচ...

কমলা যেন এইমাত্র খিলখিলিয়ে হেসে ঢলে পড়ল কারও গায়ে... কমলা তোকে আমি টুকরো টুকরো করেকাটবে ... হঠাৎ সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বিকেল হয়ে গেছে। ছেলে শংকর ইস্কুল থেকে এসে তার গায়ে ঠ্যালা দিচ্ছে - বাবা, এই বাবা, ভাত খাবো--

খেগে যা। ভাগ এখান থেকে।

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতর গিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত বেড়ে খেতে গেল। থালা কাঁসা ফেলল শব্দ করে।

অর্জুন ঘরের ভেতর গিয়ে দুমদুম করে ছেলের পিঠে দুটো কিল বসিয়ে বলল, এবার থেকে তোর ওই প্রধানমা - কে বলবি খেতে দিতে-

কমলার বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। ছেলে খায়নি, রাগে ঘুমিয়ে পড়েছে। অর্জুনও আলো নিভিয়ে বিচানায় শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছে। গোয়ালের গ তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে ক্ষিদেয়।

শ্যামল আর হরি হাসতে হাসতে আজকের মিটিঙের কথা বলতে বলতে এসে কমলাকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

কমলা আলো জ্বালালো। হ্যারিকেনের আলোতে গোটা সংসারের হতকুচ্ছিৎ অবস্থা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলল। তুমি মানুষ না কি? ছেলেটা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, গগুলোকে দুমুঠো খড়ও দাওনি। উনুন জ্বালাওনি - অর্জুনের মাথায় খুন চেপে গেল।

সারাদিন - রাত ঘর ছেড়ে বাইরের কাজে মাতাল হয়ে গেল ঘরের কাজ কে করে, রাজরানী?

ঘরটা কি শুধু আমার, রাজপুত্র?

ঘর সামলানোটা আমার কাজ নয়, তোমার।

কমলা হেসে ফেলল। একদিনেই বুঝে গেল কাজ করি আমরা। একদিনেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেল?

কমলা হ্যারিকেনের আলোতে গগুলোকে খড় দিল। তারপর নিঃশব্দে কাপড়চোপড় ছেড়ে উনুনের দিকেগেল। অর্জুন খেঁকিয়ে উঠলো। রান্না করবে না। কেউ খাবো না। তুমি খাবে না খাবে না। বাচচাটাকে তো খাওয়াতে হবে। এহ্ ! বাচচার জন্য কী দরদ! ছেলেটা সেই ইস্কুল থেকে এসে না খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল, কেমন মা তুমি? মা,না রাক্ষসী? কী বললে? যা বলার তা বলেছি, নিজে বুঝে নাও। এতদিন আমি যা ছিলাম, এখন এই পঞ্চায়েতে ঢুকেই রাক্ষসী হলাম? নিজের সংসারের দিকে যার মন নেই, ছেলেপুলে কি খাবে না খাবে তা দিকে নজর নেই, দিনরাতখালি মিটিং আর মিটিং তাকে কি বলে?

তুমি তো একজন পার্টি কমরেড, তুমি আমায় রাক্ষসী বল? হ্যাঁ বলি। মেয়েছেলে বাইরে বেরোলে সে সংসার নষ্ট হয়ে যায়। মেয়েছেলে একা ঘর থাকবে কেন! তোমাদের সারা সংসারের গুহারী খাটবে কেন, সে একা ঝি - গিরি করবে কেন?

মেয়েছেলে মেয়েছেলে, ব্যস। তার এটা কাজ।

যাতে তোমাদের লাঠি ঘোরাতে সুবিধে হয়? এতদিন তাই করেছ।। এখানে ওখানে, এগাঁয়ে ওগাঁয়ে সব জায়গায় দেখেছি মেয়েছেলেকে তোমরা ছাগলেরও নিচে করে রেখেছো? এখন থেকে আর পারবে না। এটার জন্য আজ আমাদের লড়াই। আমাদের অধিকার আমরা অর্জন করবো।

থাকবো না ? কি বললি হতচ্চাড়ি, লাঠির বাড়ি পিঠে পড়লে পঞ্চায়েত পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাবে--

এই চুপ করো। ছেলের সামনে বাজে কথা বলবে না তুমি।

একশোবার বলবো। পরপুষের সাথে রাত নেই বিরেত নেই ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে, একি রেন্ডি বাড়ি পেয়েছো?

খবরদার! কমলা খে দাঁড়াল। আর একবার যদি বাজে কথা বল, তাহলে কালই তোমার নামে পঞ্চায়েতে বিচার দেব, নারী কমিশনে দরখাস্ত করবো। উকিলের কাছে যাবো।

তবে রে হতচ্ছাড়ি - তোর এতবড় বাড়, এতটা বেড়েছিস তুই - দেখাচ্ছি মজা।

অর্জুন তার বহু ব্যবহৃত লাঠিটাকে বার করে আনলো। তারপর প্রায় গর্জন করে কমলার ওপর চড়াও হল। লাঠির বাড়ি তুলল সে। তোকে আজ মেরেই ফেলবো --
কমলা লাঠির সামনে দাঁড়াল। তার কোনো অস্ত্র নেই। অন্তত এর আগে মরে যাওয়া ছাড়া তার কোনো গতি ছিল না। অর্জুন তাকে বেশ কয়েকবার মেরেছে। সে নিঃশব্দে কেঁদেছে। প্রতিবাদ যতটুকু করেছে তার মধ্যে ফুঁপিয়ে কান্না আর অসহায়ের হাহাকার ছাড়া আর কিছু ছিল না। আগে সে ভয় পেত। আজ, এই প্রথম সে ভয় পেল না। বলল, মারো-- অর্জুন লাঠির বাড়ি মারতে গিয়েও মারতে পারল না। তার হাত কাঁপছে। অনেক ভেতরে, বুকের অনেক নিচে তার মধ্যে জমে থাকা হিম বাড়তে তাকে গ্রাস করে ফেলল। তার সামনে এখন কমলা নয়, একটা বিরাট কিছু, যাকে সে আগে দেখেনি, এখনই দেখতে দেখতে তার সমস্ত অস্ত্র খসে যেতে লাগলো, অর্জুন নিজের ভেতরেইপেছু হটতে লাগলো ... কমলা বলল, কই মারো-

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com